গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পাস-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং- ৪৬.০০.০০০০.০৮৫.১৪.১৭.২০১৮- ২৮

তারিখ: ১৯ পৌষ ১৪২৯ / ০৩ জানুয়ারি ২০২৩

বিষয়: ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ-৩) প্রকল্প এর জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর জমি ব্যবহারের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত ২য় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ১৯ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগের সভাপতিত্বে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ-৩) প্রকল্প এর জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর জমি ব্যবহারের বিষয়ে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনের জন্য একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

৩/১/২৩

মোঃ আকবর হোসেন
উপসচিব
ফোন- ৫৫১০০৩৭০
lgws2@lgd.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা
৩। অতিরিক্ত সচিব (পানি সরবরাহ), স্থানীয় সরকার বিভাগ
৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা
৫। যুগ্মসচিব (এমআরটি অধিশাখা), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৬। যুগ্মসচিব (পাস), স্থানীয় সরকার বিভাগ
৭। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, জোন অফিস, ঢাকা
৮। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নারায়ণগঞ্জ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
৯। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা (সার্কেল অফিস), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
১০। প্রকল্প পরিচালক, সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প ফেজ-৩, ঢাকা ওয়াসা
১১। উপ-প্রকল্প পরিচালক, সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প ফেজ-৩, ঢাকা ওয়াসা
১২। নির্বাহী প্রকৌশলী, ব্রিজ ডিজাইন ডিভিশন-১, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা
১৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বিভাগীয় অফিস, নারায়ণগঞ্জ
১৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, রোড ডিজাইন এন্ড স্ট্যান্ডর্ড ডিভিশন, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা
১৫। Team Leader/Deputy Team Leader, PMC, সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প ফেজ-৩, ঢাকা ওয়াসা
১৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প ফেজ-৩, ঢাকা ওয়াসা

অনুলিপিঃ (সদয় অবগতির জন্য):

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
২। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৩। অতিরিক্ত সচিব (পাস) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পাস-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

বিষয়: ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ-৩) প্রকল্প এর জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর জমি ব্যবহারের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত ২য় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মুহম্মদ ইব্‌রাহিম, সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
তারিখ ও সময়	:	১৯ ডিসেম্বর, ২০২২, বেলা ২:৩০ ঘটিকা
স্থান	:	সভাকক্ষ, স্থানীয় সরকার বিভাগ
সভার উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট - ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ-৩) প্রকল্প এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উল্লেখপূর্বক আলোচ্যসূচি অনুযায়ী স্থানীয় সরকার বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ও ঢাকা ওয়াসা এর উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দকে তাদের বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান।

২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা বলেন, সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ-৩) প্রকল্পটি সরকারের একটি প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। তাই যে সব স্থানে সেতু আছে বা সেতু নির্মাণ কাজ চলমান, যদি সে স্থানে রাইট অব ওয়ে (Right of Way) এর প্রান্ত বরাবর জমি অবশিষ্ট না থাকে, তাহলে পাইপলাইন বাঁকা করে ভিতরের দিকে পাইপলাইন স্থাপন করা যেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে মাইক্রো-টানেলিং (Micro-tunneling) পাইপলাইন স্থাপন করা যেতে পারে। এছাড়া ভবিষ্যতে যে সব সেতুর ডিজাইন করা হবে, সেক্ষেত্রে পাইপলাইনের উপরে পিয়ার করতে হলে ক্যাপিং করে পাইলিং করা যেতে পারে। পাইপলাইন নির্মাণ ও সেতু নির্মাণ উভয় ক্ষেত্রেই সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ঢাকা ওয়াসাকে নিয়মিত আলোচনায় বসে এবং ডিজাইন সমন্বয় করে যথাযথভাবে প্রকল্পটি সম্পন্ন হবে।

৩। জনাব মো: আনিসুর রহমান, যুগ্মসচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বলেন, আলোচ্য প্রকল্পের জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর জমি ব্যবহারে সৃষ্ট জটিলতা নিরসণের লক্ষ্যে ১ম আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গঠিত কমিটি তাদের প্রতিবেদন দাখিল করেছে। কতিপয় জায়গায় জমির ব্যবহারে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, যা সমাধান করার জন্য ঢাকা ওয়াসা এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিবিড় সমন্বয় প্রয়োজন। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ এবং মহাসড়ক প্রশস্তকরণ সংশ্লিষ্ট দুটি বৃহৎ আকারের প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রকল্পগুলোর নকশা এখনও চূড়ান্ত হয়নি, তাই পাইপলাইনের জন্য জমি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করলে ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন ধরণের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে কিনা সে বিষয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর নিশ্চিত নয়। কাঁচপুর সেতুর নিকটে ও মদনপুর সার্কেল পয়েন্টে জমি ব্যবহারে সমন্বয় করা হলে এবং যে সব স্থানে সেতু ও কালভার্ট আছে সেখানে ব্রিজ প্রশস্তকরণের জন্য জায়গা রেখে পাইপলাইন স্থাপন করা হলে সমস্যা দূরীভূত হবে। ভবিষ্যতে যদি কোন বিকল্প না থাকে এবং কোন সেতু-ফ্লাইওভার নির্মাণের ক্ষেত্রে পাইপলাইন স্থানান্তর করার প্রয়োজন হলে ঢাকা ওয়াসা নিজ খরচে তা স্থানান্তর করবে এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কোন ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে বাধ্য থাকবে না। তিনি আরো বলেন, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ততম মহাসড়ক। তাই পাইপলাইনের কাজের সময় ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নারায়ণগঞ্জ সার্কেল, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্পকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে মহাসড়ককে ডিভাইডেড ৪ (চার) লেনে উন্নীত করে দুইপাশে সার্ভিস লেন তৈরি করা হবে। এতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর রাইট অব ওয়ে (Right of Way) এর পুরোটা ব্যবহৃত হয়ে যাবে। ফলে ঢাকা ওয়াসা এর প্রস্তাবিত পাইপলাইন রাস্তার নিচে চলে যাবে। রাস্তার নিচে পাইপলাইন থাকলে কোন সমস্যা নেই, তবে যেখানে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ফ্লাইওভার, সেতু ইত্যাদি নির্মাণ করবে এবং সেতু প্রশস্ত

করবে সেখানে পাইপলাইনের কারণে পাইলিং করতে সমস্যা সৃষ্টি হবে। বর্তমানে মদনপুর সার্কেলের নিকটে একটি নতুন সেতু নির্মাণ করা হচ্ছে, যার পাশে রাইট অব ওয়ে (Right of Way) এর আর কোন জায়গা খালি নেই। সেখানে পাইপলাইনের জন্য কোন জায়গা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। তিনি আরো বলেন, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর একটি পরিকল্পনা আছে যে, কাচপুর সার্কেলে সিলেট ও চট্টগ্রাম এর দিকে যাওয়ার জন্য ৩ (তিন) লেয়ারে লুপ করে ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হবে এবং নদীর উপরে আরো একটি সেতু নির্মাণ করা হবে। ঢাকা ওয়াসা এর ডিজাইন মোতাবেক যে জায়গা তারা টানেল শ্যাফট (Tunnel Shaft) এর জন্য স্থায়ী ভাবে ব্যবহার করতে চায়, তা দেয়া সম্ভব না। এ ক্ষেত্রে বিকল্প কোন জায়গা নির্বাচন করতে হবে।

৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগ বলেন, ঢাকা ওয়াসা কাঁচপুর সেতুর পাশে নদীর পাড় বরাবর সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর জমিতে ৩০×৩০ মিটার জায়গা টানেলের শ্যাফট নির্মাণের জন্য স্থায়ী ভাবে চাচ্ছেন। কিন্তু সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর উল্লিখিত জায়গা দিয়ে ফ্লাইওভার নির্মাণ করে সিলেট ও চট্টগ্রামের দিকে নিয়ে যাওয়ার এবং বর্তমান কাচপুর সেতুর পাশে আরেকটি সেতু নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এ ছাড়া মদনপুর সার্কেলে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর অধিগ্রহনকৃত জমির পরিমাণ কম। এখানে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর একটি সেতু নির্মাণের কাজ চলমান আছে। কিন্তু জায়গার স্বল্পতার কারণে সেতু চওড়া করা যাচ্ছে না। ওখানে সার্ভিস লেন তৈরি করা যাচ্ছে না জায়গার স্বল্পতার কারণে। ভবিষ্যতে ওই এলাকায় এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর নতুন করে ভূমি অধিগ্রহণ করার প্রয়োজন হতে পারে। মদনপুর সার্কেলটি ঢাকা আউটার সার্কুলার রোডের একটি অংশ হবে। ফলে জায়গার স্বল্পতার কারণে এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কারণে ওই এলাকায় পাইপলাইনের জন্য কোন জায়গা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ-৩) প্রকল্প, ঢাকা ওয়াসা বলেন, প্রকল্পের পাইপলাইন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দক্ষিণ পাশে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর নিচু জমির আরো ১.৫ মিটার নিচ দিয়ে স্থাপন করা হবে। ফলে সড়ক প্রশস্ত করা হলে পাইপলাইন রাস্তার লেভেল থেকে আরো নিচে থাকবে। উক্ত পাইপলাইন এর উপরে অবস্থিত রাস্তা ও ট্রাফিক লোড যেন সহ্য করতে পারে, সেভাবেই ডিজাইন করা হয়েছে। পাইপলাইনের সাথে অবস্থিত ওয়াশ আউট ও এয়ার রিলিজ ভাল্ব এমন ভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে, যদি সড়ক প্রশস্ত হয়, তবে ওয়াশ আউট ও এয়ার রিলিজ ভাল্বকে স্থানান্তর করে রাইট অব ওয়ে এর পাশে নিয়ে যাওয়া যাবে। মদনপুর সার্কেলে পাইপলাইনের ডিজাইন উপস্থাপন করে বলেন, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ থেকে তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও আউটলাইন ডিজাইন সংগ্রহ করে ঢাকা ওয়াসার কনসালটেন্ট এর মাধ্যমে পাইপলাইন ডিজাইন করা হয়েছে। পাইপলাইন রাইট অব ওয়ে এর দক্ষিণ প্রান্ত বরাবর স্থাপন করা হয়েছে, যাতে ভবিষ্যৎ সেতু, ফ্লাইওভারের ফাউন্ডেশনের নিচে না পড়ে এবং বর্তমান সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর জমির ভিতরে থাকে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর পরিকল্পনা মোতাবেক যে ফ্লাইওভার ও লুপ করা হবে তার জন্য পাইপলাইন বিবেচনায় নিয়ে ডিজাইন করা যেতে পারে। কাচপুর সেতুর পাশে পাইপলাইন ও নদীর তলদেশ দিয়ে টানেলের ডিজাইন উল্লেখ করে বলেন, শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্বপাশে কাচপুর সেতুর দক্ষিণ পাশে নদীর পাড় বরাবর টানেলের ড্রাইভিং শ্যাফট তৈরি করার প্রয়োজন হবে। এ ড্রাইভিং শ্যাফট হতে টানেল শুরু হয়ে নদীর তলদেশ দিয়ে অপর প্রান্তে ডিএনডি খালের একটি জায়গায় রিসিভিং শ্যাফট এর মাধ্যমে টানেল শেষ হবে। এ ড্রাইভিং শ্যাফট এর জন্য নদীর পাড় বরাবর সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর ৩০×৩০ মিটার জায়গা স্থায়ী ভাবে ব্যবহারের প্রয়োজন। এ জায়গা এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যেন, বর্তমান কাচপুর সেতুর পাশ দিয়ে যদি আরেকটা একই প্রস্থের সেতু নির্মাণ করা হয়, তবুও টানেল শ্যাফট নিরাপদ দূরত্বে থাকবে। নির্মাণ কাজের সময় ৩০×৩০ মিটার জায়গা প্রয়োজন হলেও অপারেশন সময়ে এ জায়গাটি আরো হ্রাস করা যেতে পারে। যদি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কারণে এ জায়গা না পাওয়া যায়, তবে নদী থেকে আরো দূরে গিয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর জায়গায় টানেল শ্যাফট করা যেতে পারে। তাতে টানেলের দৈর্ঘ্য আরো বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া মৃধাবাড়িতে এবং ডিস্ট্রিবিউশন লাইনের যেখানে রোড ক্রস করার প্রয়োজন হবে, তা পাইপ জ্যাকিং (Pipe Jacking) পদ্ধতিতে অথবা ট্রেঞ্চলেস পদ্ধতিতে কাজ করা হবে। তিনি আরো বলেন, কমিটির মতামত আমলে নিয়ে ট্রাফিক ম্যানেজমেন্টকে ঢাকা ওয়াসা এর ঠিকাদারের একটি Bill of Quantity (BoQ) আইটেম হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৭। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (উন্নয়ন), ঢাকা ওয়াসা বলেন, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর যখন ভূমি অধিগ্রহণ করবে তখন জমির একটা অংশ ইউটিলিটি এর জন্য রেখে দেয়া হয় যেখানে সকল পাইপলাইন, বৈদ্যুতিক পোল ইত্যাদি ওই ভূমি (ইউটিলিটি ডাক্ট) ব্যবহার করবে। যেখানে ভূমির সমস্যা সেখানে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ঢাকা ওয়াসা যৌথ ভাবে ভূমি অধিগ্রহন করতে পারে। জনগণের জন্য সড়ক-মহাসড়ক যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি ঢাকা মহানগরীতে পানি পাওয়া সকলের আবশ্যক চাহিদা। তাই সকল দপ্তরের প্রকল্পের মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন।

৮। জনাব মোঃ খাইরুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (পাস), স্থানীয় সরকার বিভাগ বলেন, সড়ক প্রশস্ত করা হলে পাইপলাইন রাস্তার লেভেল থেকে নিচে থাকবে। সড়ক প্রশস্তকরণের ক্ষেত্রে যদি ওয়াশ আউট ও এয়ার রিলিজ ভাল্ব স্থানান্তর করার প্রয়োজন হয়, তবে ঢাকা ওয়াসা তা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় করবে।

৯। সভাপতি ও সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বলেন, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর সড়কের নিচ দিয়ে পাইপলাইন নেয়া যেতে পারে, ফলে সড়ক ও পাইপলাইন কোনটির ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ভবিষ্যৎ প্রকল্পের ফ্লাইওভার, সেতু ইত্যাদি নির্মাণের ক্ষেত্রে ঢাকা ওয়াসার পাইপলাইন বিবেচনা করে ফাউন্ডেশন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে ঢাকা শহরের মেট্রোরেল এবং ফ্লাইওভার প্রকল্পগুলো থেকে অভিজ্ঞতা নেয়া যেতে পারে। মধ্যম আয়ের দেশে সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করার জন্য একই করিডোর ব্যবহার করে সড়ক ও বিভিন্ন ইউটিলিটি সার্ভিস নেয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের সমন্বয়ের মাধ্যমে পাইপলাইন ডিজাইন এবং সেতু ও ফ্লাইওভার ইত্যাদির ডিজাইন চূড়ান্ত করা যেতে পারে। সড়ক প্রশস্তকরণের ক্ষেত্রে যদি ওয়াশ আউট ও এয়ার রিলিজ ভাল্ব স্থানান্তর করার প্রয়োজন হয় তবে ঢাকা ওয়াসা নিজেই তা করবে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর কোন সেতু ও ফ্লাইওভার এর ক্ষতি না করে পাইপলাইন স্থাপন করার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ সেতু, ফ্লাইওভার ইত্যাদি নির্মাণের জন্য কোন বিকল্প না থাকলে ঢাকা ওয়াসা নিজ খরচে পাইপলাইন স্থানান্তর করবে। যে সব স্থানে সমস্যা দেখা দিচ্ছে যে সব স্থানে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলীসহ সরেজমিনে পরিদর্শন করা যেতে পারে। ঢাকা ওয়াসা এর প্রকল্প বিলম্ব হলে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার টাকার উপরে ইন্টারেস্ট প্রদান করতে হয়, তাই দ্রুত ঢাকা ওয়াসা এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে।

১০। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
০১	ঢাকা-চট্টগ্রাম মহসড়কের পাশ দিয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর জমিতে ঢাকা ওয়াসা এর সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ-৩) প্রকল্পের পাইপলাইন স্থাপনের অনুমতি দিতে হবে।	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
০২	মদনপুর সার্কেল পয়েন্টে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ঢাকা ওয়াসা সমন্বয়ের মাধ্যমে পাইপলাইন এর ডিজাইন চূড়ান্ত করবে।	ঢাকা ওয়াসা সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
০৩	ঢাকা ওয়াসা এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলীসহ সরেজমিনে কাচপুর সার্কেল পরিদর্শন করে টানেল শ্যাফট (Tunnel Shaft) এর জন্য জায়গা চূড়ান্ত করবে।	ঢাকা ওয়াসা সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
০৪	পাইপলাইন স্থাপনের জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর জমি ব্যবহারের লক্ষ্যে ঢাকা ওয়াসা এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মাঝে একটি খসড়া Memorandum of Understanding (MoU) প্রস্তুত করতে হবে এবং তা সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর পর্যালোচনার জন্য প্রেরণ করতে হবে এবং আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে MoU স্বাক্ষরের জন্য দ্রুত একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহবান করতে হবে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ ঢাকা ওয়াসা

১১। অতঃপর সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মুহম্মদ ইব্‌রাহিম
সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ